ঊনবিংশতি অধ্যায়

পুংসবন-ব্রত অনুষ্ঠান বিধি

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কশ্যপ মুনির পত্নী দিতি কিভাবে কশ্যপ মুনির উপদেশ অনুসারে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদে স্ত্রীগণ দিতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং পতির আজ্ঞায় এই পুংসবন-ব্রত আরম্ভ করবেন। সকাল বেলায় দাঁত মেজে, স্নান করে, শুচি হয়ে মরুৎদের জন্ম বিবরণ শ্রবণ করবেন, পরে শুক্ল বসন পরিহিতা ও অলঙ্কৃতা হয়ে প্রাতঃকালীন ভোজনের পূর্বে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবী সহ দয়া, ধৈর্য, তেজ, সামর্থ্য ও মহিমাদি গুণ সমন্বিত এবং সমস্ত যোগসিদ্ধি দানে সমর্থ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করতে হবে। তারপর অলঙ্কার, উপবীত, গন্ধ, সুন্দর ফুল, ধূপ, দীপ, স্নানের জল ইত্যাদি পূজোপকরণ ভগবানকে নিবেদন করে, *ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সহ মহাবিভূতিভির্বলিম্ উপহরামি*—এই মন্ত্রের দ্বারা ভগবানকে আবাহন করতে হবে। তারপর *ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহা* এই মন্ত্রে অগ্নিতে দ্বাদশটি আহুতি প্রদানপূর্বক দশবার মন্ত্র জপ করে লক্ষ্মী-নারায়ণের স্তব পাঠ করা উচিত। তারপর নিবেদিত উপচারসমূহ অপসারিত করে, আচমনীয় প্রদান করে পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণের অর্চনা করতে হবে।

এই পুংসবন-ব্রত পতি অথবা সন্তানসম্ভবা পত্নী যে কোন একজন করলেও উভয়েই ফল লাভ করবেন। এক বছর পর্যন্ত এইভাবে পূজার দ্বারা ব্রতের অনুষ্ঠান করে কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় সতী স্ত্রী উপবাস করবেন। তার পরের দিন পতি পূর্বের মতো ভগবানের আরাধনা করবেন, এবং নানা প্রকার সুস্বাদু ভোগ ভগবানকে নিবেদনপূর্বক সেই প্রসাদ ব্রাহ্মণদের বিতরণ করে মহোৎসব পালন করবেন। তারপর ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে স্বামী এবং স্ত্রী প্রসাদ গ্রহণ করবেন। পুংসবন-ব্রত অনুষ্ঠানের মহিমা বর্ণনা করে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ব্রতং পুংসবনং ব্রহ্মন্ ভবতা যদুদীরিতম্ ।
তস্য বেদিতুমিচ্ছামি যেন বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **ব্রতম্**—ব্রত; **পুংসবনম্**—পুংসবন নামক; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **যৎ**—যা; **উদীরিতম্**—কথিত হয়েছে; **তস্য**—সেই বিষয়ে; **বেদিতুম্**—জানতে; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **যেন**—যার দ্বারা; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **প্রসীদতি**—প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে প্রভু, আপনি যে পুংসবন-ব্রত সম্বন্ধে বলেছেন, সেই বিষয়ে আমি বিস্তারিতভাবে শুনতে চাই, কারণ আমি বুঝতে পেরেছি যে, সেই ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে প্রসন্ন করা যায়।

শ্লোক ২-৩

শ্রীশুক উবাচ

শুক্লে মার্গশিরে পক্ষে যোষিদ্ভর্তুরনুজ্ঞয়া ।
আরভেত ব্রতমিদং সার্বকামিকমাদিতঃ ॥ ২ ॥
নিশম্য মরুতাং জন্ম ব্রাহ্মণাননুমন্ত্র্য চ ।
স্নাত্বা শুক্লদতী শুক্লে বসীতালঙ্কৃতাম্বরে ।
পূজয়েৎ প্রাতরাশাৎ প্রাগ্‌ভগবন্তং শ্রিয়া সহ ॥ ৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **শুক্লে**—শুক্ল; **মার্গশিরে**—অগ্রহায়ণ মাসে; **পক্ষে**—পক্ষে; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **ভর্তুঃ**—পতির, **অনুজ্ঞয়া**—অনুমতি গ্রহণ করে; **আরভেত**—আরম্ভ করবে; **ব্রতম্**—ব্রত; **ইদম্**—এই; **সার্ব-কামিকম্**—যা সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে; **আদিতঃ**—প্রথম দিন থেকে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **মরুতাম্**—মরুৎদের; **জন্ম**—জন্ম; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণদের; **অনুমন্ত্র্য**—উপদেশ গ্রহণ করে; **চ**—এবং; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **শুক্ল-দতী**—দন্তধাবন করে; **শুক্লে**—শ্বেত; **বসীত**—পরিধান

করে; **অলঙ্কৃতা**—অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে; **অম্বরে**—বস্ত্র; **পূজয়েৎ**—পূজা করবে; **প্রাতঃ-আশাৎ প্রাক্**—প্রাতরাশের পূর্বে; **ভগবন্তম্**—ভগবানকে; **শ্রিয়া সহ**—লক্ষ্মীদেবী সহ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের প্রথম দিনে পতির আজ্ঞা অনুসারে স্ত্রী সর্বকামনা পূরণকারী এই ব্রত আরম্ভ করবেন। ব্রত আরম্ভের পূর্বে মরুৎদের জন্ম-বিবরণ শ্রবণ করবেন। তারপর ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করে, দন্তধাবন-পূর্বক স্নান করে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করবেন, এবং অলঙ্কৃতা হয়ে প্রাতরাশের পূর্বে লক্ষ্মীদেবী সহ বিষ্ণুকে পূজা করবেন।

শ্লোক ৪

অলং তে নিরপেক্ষায় পূর্ণকাম নমোহস্তু তে ।
মহাবিভূতিপতয়ে নমঃ সকলসিদ্ধয়ে ॥ ৪ ॥

অলম্—পর্যাপ্ত; **তে**—আপনাকে; **নিরপেক্ষায়**—উদাসীন; **পূর্ণকাম**—হে পূর্ণকাম ভগবান; **নমঃ**—নমস্কার; **অস্তু**—হোক; **তে**—আপনাকে; **মহা-বিভূতি**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতয়ে**—পতিকে; **নমঃ**—নমস্কার; **সকল-সিদ্ধয়ে**—সমস্ত সিদ্ধির অধীশ্বরকে।

অনুবাদ

(তারপর তিনি এইভাবে ভগবানের প্রার্থনা করবেন—)হে পূর্ণকাম, আপনি সর্ব ঐশ্বর্য সমন্বিত, কিন্তু আমি আপনার কাছে কোন ঐশ্বর্য প্রার্থনা করি না। আমি কেবল আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি মহাবিভূতি স্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর পতি। তাই আপনি সমস্ত সিদ্ধির ঈশ্বর। আমি কেবল আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

কিভাবে ভগবানের স্তব করতে হয় তা ভক্ত জানেন।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

"পরমেশ্বর ভগবান পরম পূর্ণ, এবং যেহেতু তিনি পরম পূর্ণ, তাই তাঁর থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, যেমন এই জড় জগৎ, তাও পূর্ণ। পূর্ণের থেকে যা

উৎপন্ন হয় তাও পূর্ণ। যেহেতু তিনি পরম পূর্ণ, তাই বহু পূর্ণ প্রকাশ তাঁর থেকে উদ্ভূত হলেও তিনি পূর্ণই থাকেন।" তাই ভগবানের শরণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ভক্তের যা কিছু প্রয়োজন তা পরম পূর্ণ ভগবান সরবরাহ করবেন (*তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*)। তাই শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবানের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করেন না। তিনি কেবল ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন, এবং ভক্ত ভগবানকে যা কিছু অর্পণ করেন, এমন কি *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্* পর্যন্ত ভগবান গ্রহণ করেন। কৃত্রিমভাবে পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন হয় না। সাদাসিধেভাবে যা কিছু সংগ্রহ করা যায়, তা দিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবা করা শ্রেয়। ভগবান তাঁর ভক্তকে সমস্ত ঐশ্বর্য প্রদান করতে পূর্ণরূপে সক্ষম।

শ্লোক ৫

যথা ত্বং কৃপয়া ভূত্যা তেজসা মহিমৌজসা ।
জুষ্ট ঈশ গুণৈঃ সর্বৈস্ততোঽসি ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥

যথা—যেমন; **ত্বম্**—আপনি; **কৃপয়া**—কৃপা দ্বারা; **ভূত্যা**—ঐশ্বর্য; **তেজসা**—তেজ; **মহিম-ওজসা**—মহিমা এবং শক্তি; **জুষ্টঃ**—সমন্বিত; **ঈশ**—হে ভগবান; **গুণৈঃ**—দিব্য গুণাবলী সহ; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **ততঃ**—অতএব; **অসি**—আপনি হন; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রভুঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি কৃপা, ঐশ্বর্য, তেজ, মহিমা, বল এবং অন্যান্য সমস্ত দিব্য গুণে বিভূষিত, তাই আপনি ভগবান ও সকলের প্রভু।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ততোঽসি ভগবান্ প্রভুঃ* শব্দগুলির অর্থ 'অতএব আপনি ভগবান এবং সকলের প্রভু।' ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, এবং অধিকন্তু তিনি তাঁর ভক্তের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু। যদিও তিনি পূর্ণ, তবু তিনি চান সমস্ত জীবেরা যেন তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করে। তার ফলে তিনি প্রসন্ন হন। যদিও তিনি পূর্ণ, তবু তাঁর ভক্ত যখন তাঁকে *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্*—একটি পাতা, ফুল, ফল, অথবা জল ভক্তি সহকারে নিবেদন করেন, তখন তিনি প্রসন্ন হন। কখনও কখনও মা যশোদার

শিশুপুত্ররূপে ভগবান তাঁর ভক্তের কাছে একটু খাবার ভিক্ষা করেন, যেন তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। কখনও তিনি স্বপ্নে তাঁর ভক্তকে বলেন যে, তাঁর মন্দির এবং বাগান অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে, তাই তিনি আর তা উপভোগ করতে পারছেন না। এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তদের সেইগুলি সংস্কার করতে বলেন। কখনও তিনি মাটির নিচে থাকার ফলে, যেন স্বয়ং বেরিয়ে আসতে অক্ষম হয়ে তাঁর ভক্তকে অনুরোধ করেন তাঁকে উদ্ধার করতে। কখনও তিনি তাঁর ভক্তকে সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর মহিমা প্রচার করতে অনুরোধ করেন, যদিও তিনি স্বয়ং একাই এই সমস্ত কার্যগুলি সম্পাদন করতে পারেন। ভগবান সমস্ত সম্পদ সমন্বিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভক্তের উপর নির্ভর করেন। তাই ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক অত্যন্ত গোপনীয়। ভক্তই কেবল অনুভব করতে পারেন, ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তিনি তাঁর ভক্তের উপর বিশেষ কোন সেবাকার্যের জন্য নির্ভর করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১১/৩৩) অর্জুনের প্রতি ভগবানের উক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্*—"হে অর্জুন, এই যুদ্ধে তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জয় করতে পারতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভক্ত অর্জুনকে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং যুদ্ধ জয়ের গৌরব তাঁকে প্রদান করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নাম এবং বাণী নিজেই সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করতে পারতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সেই কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁর ভক্তের উপর নির্ভর করেছেন। তা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভগবানের স্বয়ং সম্পূর্ণতার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে তাঁর ভক্তের উপর নির্ভরশীলতা। একে বলা হয় তাঁর অহৈতুকী কৃপা। যে ভক্ত ভগবানের এই অহৈতুকী কৃপা উপলব্ধি করেছেন, তিনি প্রভু এবং ভৃত্যের সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ৬

বিষ্ণুপত্নি মহামায়ে মহাপুরুষলক্ষণে ।
প্রীয়েথা মে মহাভাগে লোকমাতর্নমোঽস্তু তে ॥ ৬ ॥

বিষ্ণু-পত্নি—হে বিষ্ণুপত্নী; **মহা-মায়ে**—হে বিষ্ণুশক্তি; **মহা-পুরুষ-লক্ষণে**—ভগবান বিষ্ণুর গুণ এবং ঐশ্বর্য সমন্বিতা; **প্রীয়েথাঃ**—প্রসন্ন হোন; **মে**—আমার প্রতি; **মহা-ভাগে**—হে লক্ষ্মীদেবী; **লোক-মাতঃ**—হে জগন্মাতা; **নমঃ**—নমস্কার; **অস্তু**—হোক; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

(ভগবান বিষ্ণুকে উত্তমরূপে প্রণতি নিবেদন করবার পরে, ভক্ত লক্ষ্মীদেবীকে প্রণতি নিবেদন করে এইভাবে প্রার্থনা করবেন।) হে বিষ্ণুপত্নী, হে বিষ্ণুশক্তি স্বরূপিণী, আপনি বিষ্ণুরই তুল্য, কারণ আপনি তাঁরই সমান গুণ এবং ঐশ্বর্যশালিনী। হে লক্ষ্মীদেবী, দয়া করে আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। হে জগন্মাতা, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান বিবিধ শক্তি সমন্বিত (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। লক্ষ্মীদেবী যেহেতু ভগবানের শক্তি স্বরূপিণী, তাই তাঁকে এখানে *মহামায়ে* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। *মায়া* শব্দটির অর্থ শক্তি। ভগবান তাঁর মুখ্য শক্তি ব্যতীত তাঁর শক্তি সর্বত্র প্রদর্শন করতে পারেন না। বলা হয়েছে, *শক্তি শক্তিমান্ অভেদ।* তাই লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর নিত্যসঙ্গিনী; তাঁরা দুজন সর্বদা একত্রে থাকেন। নারায়ণকে ছাড়া লক্ষ্মীকে কেউ ঘরে রাখতে পারে না। কেউ যদি মনে করে যে তা সম্ভব, তা হলে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। লক্ষ্মী বা ভগবানের সম্পদকে ভগবানের সেবায় না লাগিয়ে যদি নিজের সেবার জন্য ব্যবহার করা হয়, তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কারণ তখন লক্ষ্মীদেবী মায়াতে পরিণত হন। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে থাকলে লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন পরাশক্তি।

শ্লোক ৭

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সহ মহাবিভূতিভির্বলিমুপহরামীতি । অনেনাহরহর্মন্ত্রেণ বিষ্ণোরাবাহনার্ঘ্য-পাদ্যোপস্পর্শনস্নানবাসউপবীতবিভূষণগন্ধপুষ্পধূপদীপোপহারাদ্যুপচারান্ সুসমাহিতোপাহরেৎ ॥ ৭ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—নমস্কার; **ভগবতে**—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান; **মহা-পুরুষায়**—পুরুষোত্তম; **মহা-অনুভাবায়**—পরম শক্তিমান; **মহা-বিভূতি**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতয়ে**—পতিকে; **সহ**—সঙ্গে; **মহা-বিভূতিভিঃ**—পার্ষদগণ; **বলিম্**—উপহার; **উপহরামি**—আমি নিবেদন করি; **ইতি**—এইভাবে; **অনেন**—এর দ্বারা; **অহঃ-অহঃ**—প্রতিদিন; **মন্ত্রেণ**—মন্ত্রের দ্বারা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান বিষ্ণুর; **আবাহন**—আবাহন; **অর্ঘ্য-পাদ্য-উপস্পর্শন**—হস্ত, পদ এবং মুখ প্রক্ষালনের জল; **স্নান**—স্নানের জল; **বাস**—

বস্ত্র; **উপবীত**—যজ্ঞোপবীত; **বিভূষণ**—অলঙ্কার; **গন্ধ**—গন্ধ দ্রব্য; **পুষ্প**—ফুল; **ধূপ**—ধূপ; **দীপ**—দীপ; **উপহার**—উপহার; **আদি**—ইত্যাদি; **উপচারান্**—নিবেদন; **সু-সমাহিতা**—সমাহিত চিত্তে; **উপাহরেৎ**—সমর্পণ করবেন।

অনুবাদ

"হে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বিষ্ণু, আপনি পুরুষোত্তম এবং পরম শক্তিমান। হে লক্ষ্মীপতি, বিশ্বক্সেন আদি পার্ষদগণ সহ সর্বদা বিরাজমান আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি আপনাকে সমস্ত পূজোপহার সমর্পণ করি।" প্রতিদিন সমাহিত চিত্তে এই মন্ত্রের দ্বারা পা ধোয়ার জল, হাত এবং মুখ ধোয়ার জল, স্নানের জল, বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, দীপ আদি উপহার নিবেদন করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করবেন।

তাৎপর্য

এই মন্ত্রটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। যাঁরা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন, তাঁদের উপরোক্ত এই মন্ত্রটি জপ করা উচিত।

শ্লোক ৮

হবিঃশেষং চ জুহুয়াদনলে দ্বাদশাহুতীঃ ।
ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহেতি ॥ ৮ ॥

হবিঃ-শেষম্—নৈবেদ্যের অবশিষ্ট; **চ**—এবং; **জুহুয়াৎ**—নিবেদন করবে; **অনলে**—অগ্নিতে; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **আহুতীঃ**—আহুতি; **ওঁ**—হে ভগবান; **নমঃ**—নমস্কার; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **মহা-পুরুষায়**—পরম ভোক্তা; **মহা-বিভূতি**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতয়ে**—পতি; **স্বাহা**—স্বাহা; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—উপরোক্ত উপচার সহকারে ভগবানের পূজা করার পর, 'ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে দ্বাদশটি আহুতি প্রদান করবেন।

শ্লোক ৯

শ্রিয়ং বিষ্ণুং চ বরদাবাশিষাং প্রভবাবুভৌ ।
ভক্ত্যা সম্পূজয়েন্নিত্যং যদীচ্ছেৎ সর্বসম্পদঃ ॥ ৯ ॥

শ্রিয়ম্—লক্ষ্মীদেবী; **বিষ্ণুম্**—শ্রীবিষ্ণু; **চ**—এবং; **বরদৌ**—বর প্রদানকারী; **আশিষাম্**—আশীর্বাদের; **প্রভবৌ**—উৎস; **উভৌ**—উভয়; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **সম্পূজয়েৎ**—পূজা করবে; **নিত্যম্**—প্রতিদিন; **যদি**—যদি; **ইচ্ছেৎ**—বাসনা করে; **সর্ব**—সমস্ত; **সম্পদঃ**—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

যদি কেউ সমস্ত সম্পদ কামনা করেন, তা হলে তিনি প্রতিদিন ভক্তি সহকারে লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা করবেন। উপরোক্ত মন্ত্রে পরম ভক্তি সহকারে তাঁর পূজা করা উচিত। লক্ষ্মী এবং নারায়ণ একত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী সংযোগ। তাঁরা সমস্ত বর প্রদান করেন এবং সমস্ত সৌভাগ্যের উৎস। তাই সকলের কর্তব্য লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করা।

তাৎপর্য

লক্ষ্মী-নারায়ণ সকলেরই হৃদয়ে সর্বদা বিরাজমান (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। কিন্তু, অভক্তেরা যেহেতু জানে না যে, নারায়ণ সর্বদা তাঁর নিত্য সঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবী সহ সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তাই তাঁরা বিষ্ণুর ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে না। পাষণ্ডীরা কখনও কখনও দরিদ্রদের নারায়ণ বলে সম্বোধন করে। এই ধরনের উক্তি চরম মূর্খতার পরিচায়ক। লক্ষ্মী এবং নারায়ণ সর্বদাই সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সকলেই নারায়ণ, বিশেষ করে যারা দারিদ্র্যগ্রস্ত। নারায়ণ সম্বন্ধে এই ধরনের উক্তি অত্যন্ত জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক। নারায়ণ কখনও দরিদ্র হন না, এবং তাই তাঁকে কখনও দরিদ্র-নারায়ণ বলা যায় না। নারায়ণ অবশ্যই সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু তা বলে তিনি দরিদ্র বা ধনী নন। নারায়ণের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অজ্ঞ পাষণ্ডীরাই কেবল তাঁকে দরিদ্র বলে প্রচার করার চেষ্টা করে।

শ্লোক ১০

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ভক্তিপ্রহ্বেণ চেতসা ।
দশবারং জপেন্মন্ত্রং ততঃ স্তোত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১০ ॥

প্রণমেৎ—প্রণাম করা উচিত; **দণ্ডবৎ**—দণ্ডের মতো; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **ভক্তি**—ভক্তি সহকারে; **প্রহ্বেণ**—বিনম্র; **চেতসা**—চিত্তে; **দশ-বারম্**—দশবার; **জপেৎ**—জপ করা উচিত; **মন্ত্রম্**—মন্ত্র; **ততঃ**—তারপর; **স্তোত্রম্**—স্তোত্র; **উদীরয়েৎ**—পাঠ করা উচিত।

অনুবাদ

ভক্তিনম্র চিত্তে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করে দশবার সেই মন্ত্র জপ করতে হবে এবং তারপর নিম্নলিখিত স্তোত্রটি পাঠ করা উচিত।

শ্লোক ১১

যুবাং তু বিশ্বস্য বিভূ জগতঃ কারণং পরম্ ।
ইয়ং হি প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা মায়াশক্তির্দুরত্যয়া ॥ ১১ ॥

যুবাম্—আপনারা দুজনে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বিশ্বস্য**—জগতের; **বিভূ**—প্রভু; **জগতঃ**—জগতের; **কারণম্**—কারণ; **পরম্**—পরম; **ইয়ম্**—এই; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **প্রকৃতিঃ**—শক্তি; **সূক্ষ্মা**—দুর্বোধ্য; **মায়াশক্তিঃ**—অন্তরঙ্গা শক্তি; **দুরত্যয়া**—দুরতিক্রম্য।

অনুবাদ

হে নারায়ণ, হে লক্ষ্মী, আপনারা উভয়েই বিশ্বের অধিপতি এবং এই জগতের মুখ্য কারণ। লক্ষ্মীদেবীকে জানা অত্যন্ত কঠিন, কারণ তিনি এতই শক্তিশালিনী যে, তাঁর শক্তি অতিক্রম করা দুষ্কর। তিনি এই জড় জগতে বহিরঙ্গা শক্তিরূপে প্রতিনিধিত্ব করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বদাই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি।

শ্লোক ১২

তস্যা অধীশ্বরঃ সাক্ষাৎ ত্বমেব পুরুষঃ পরঃ ।
ত্বং সর্বযজ্ঞ ইজ্যেয়ং ক্রিয়েয়ং ফলভুগ্‌ভবান্ ॥ ১২ ॥

তস্যাঃ—তাঁর; **অধীশ্বরঃ**—প্রভু; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **পরঃ**—পরম; **ত্বম্**—আপনি; **সর্ব-যজ্ঞঃ**—যজ্ঞমূর্তি; **ইজ্যা**—পূজা; **ইয়ম্**—এই (লক্ষ্মী); **ক্রিয়া**—কার্যকলাপ; **ইয়ম্**—এই; **ফল-ভুক্**—ফলের ভোক্তা; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি প্রকৃতির অধীশ্বর, এবং তাই আপনিই সাক্ষাৎ পরম পুরুষ। আপনি যজ্ঞমূর্তি। চিন্ময় কার্যকলাপের প্রতিমূর্তি লক্ষ্মীদেবী আপনার উপাসনার আদি রূপ, কিন্তু আপনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা।

শ্লোক ১৩

গুণব্যক্তিরিয়ং দেবী ব্যঞ্জকো গুণভুগ্‌ভবান্ ।
ত্বং হি সর্বশরীর্যাত্মা শ্রীঃ শরীরেন্দ্রিয়াশয়াঃ ।
নামরূপে ভগবতী প্রত্যয়স্ত্বমপাশ্রয়ঃ ॥ ১৩ ॥

গুণ-ব্যক্তিঃ—সমস্ত গুণের উৎস; **ইয়ম্**—এই; **দেবী**—দেবী; **ব্যঞ্জকঃ**—প্রকাশক; **গুণ-ভুক্**—গুণের ভোক্তা; **ভবান্**—আপনি; **ত্বম্**—আপনি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সর্ব-শরীরী আত্মা**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **শরীর**—শরীর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আশয়াঃ**—এবং মন; **নাম**—নাম; **রূপে**—এবং রূপ; **ভগবতী**—লক্ষ্মীদেবী; **প্রত্যয়ঃ**—প্রকাশের কারণ; **ত্বম্**—আপনি; **অপাশ্রয়ঃ**—আধার।

অনুবাদ

এই লক্ষ্মীদেবী সমস্ত চিন্ময় গুণের উৎস, আর আপনি গুণের প্রকাশক এবং ভোক্তা। প্রকৃতপক্ষে আপনিই সব কিছুর পরম ভোক্তা। আপনিই সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁদের শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মনরূপা। তিনি নাম ও রূপযুক্তা এবং আপনি সেই নাম এবং রূপের আশ্রয় এবং তাঁদের প্রকাশের কারণ।

তাৎপর্য

তত্ত্ববাদীদের আচার্য শ্রীল মধ্বাচার্য এই শ্লোকটির বর্ণনা করে বলেছেন—"বিষ্ণুকে যজ্ঞস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং লক্ষ্মীদেবীকে চিন্ময় কার্যকলাপ এবং উপাসনা স্বরূপিনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যজ্ঞস্বরূপ বা আধ্যাত্মিক ক্রিয়া ও উপাসনা স্বরূপিনী নন, তাঁরা যজ্ঞ, ক্রিয়া ও উপাসনার অন্তর্যামী ও অন্তর্যামিনী। শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীরও অন্তর্যামী, কিন্তু বিষ্ণুর অন্তর্যামী কেউ নন, তিনি সর্বান্তর্যামী।"

শ্রীমধ্বাচার্যের মতে দুটি তত্ত্ব রয়েছে—স্বতন্ত্র এবং পরতন্ত্র। তাদের মধ্যে প্রথমটি পরমেশ্বর বিষ্ণু ও দ্বিতীয়টি জীবতত্ত্ব। লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর পরতন্ত্র বলে কখনও কখনও তাঁকেও জীবের মধ্যে গণনা করা হয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব

মতে লক্ষ্মীদেবীকে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের *প্রমেয়-রত্নাবলীর* নিম্নলিখিত দুটি শ্লোক অনুসারে বর্ণনা করা হয়। প্রথম শ্লোকটি *বিষ্ণুপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী ।
যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥
বিষ্ণোঃ স্যুঃ শক্তয়স্তিস্রস্তাসু যা কীর্তিতা পরা ।
সৈব শ্রীস্তদভিন্নেতি প্রাহ শিষ্যান্ প্রভুর্মহান্ ॥

" 'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মীদেবী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিত্যসঙ্গিনী, এবং তাই তাঁকে বলা হয় *অনপায়িনী* । তিনি জগতের মাতা। বিষ্ণু যেমন সর্বব্যাপ্ত, তাঁর চিন্ময় শক্তি লক্ষ্মীদেবীও তেমন সর্বব্যাপিনী।' শ্রীবিষ্ণুর তিনটি প্রধান শক্তি হচ্ছে— অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের সেই পরাশক্তি লক্ষ্মীদেবীকে শক্তিমান ভগবান থেকে অভিন্ন বলে স্বীকার করেছেন। তাই তিনিও বিষ্ণুতত্ত্বের অন্তর্গত।"

প্রমেয়-রত্নাবলীর কান্তিমালা টীকায় এই শ্লোকের অর্থ এইভাবে বিবৃত হয়েছে— *ননু ক্বচিৎ নিত্যমুক্তজীবত্বং লক্ষ্ম্যাঃ স্বীকৃতং, তত্রাহ,—প্রাহেতি। নিত্যৈবেতি পদ্যে সর্বব্যাপ্তিকথনেন কলাকাষ্ঠেত্যাদিপদ্যদ্বয়ে, শুদ্ধোঽপীত্যুক্তা চ মহাপ্রভুনা স্বশিষ্যান্ প্রতি লক্ষ্ম্যা ভগবদদ্বৈতমুপদষ্টম্। ক্বচিদ্ যত্তস্যাস্তু দ্বৈতমুক্তং, তত্তু তদাবিষ্ট-নিত্যমুক্তজীবমাদায় সঙ্গতমস্তু।* অর্থাৎ "যদিও কোনও কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে লক্ষ্মীদেবীকে বৈকুণ্ঠের নিত্যমুক্ত জীব বলে গণনা করা হয়েছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *বিষ্ণুপুরাণের* বাক্য অনুসারে লক্ষ্মীদেবীকে বিষ্ণুতত্ত্ব থেকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। তবে যে, কোন কোন মতে লক্ষ্মীদেবীকে বিষ্ণু থেকে ভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা লক্ষ্মীদেবীর গুণাবলীতে আবিষ্ট নিত্যমুক্ত জীবের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে; ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবীর সম্পর্কে নয়।"

শ্লোক ১৪

যথা যুবাং ত্রিলোকস্য বরদৌ পরমেষ্ঠিনৌ ।
তথা ম উত্তমশ্লোক সন্তু সত্যা মহাশিষঃ ॥ ১৪ ॥

যথা—যেহেতু; **যুবাম্**—আপনারা উভয়ে; **ত্রি-লোকস্য**—ত্রিভুবনের; **বর-দৌ**—বর প্রদানকারী; **পরমেষ্ঠিনৌ**—পরমেশ্বর; **তথা**—অতএব; **মে**—আমার; **উত্তম-শ্লোক**—হে উত্তম শ্লোকে বন্দিত ভগবান; **সন্তু**—হোক; **সত্যাঃ**—পূর্ণ; **মহা-আশিষঃ**—মহান অভিলাষ।

অনুবাদ

আপনারা উভয়ে ত্রিলোকের বরদাতা এবং পরমেশ্বর, অতএব হে উত্তমশ্লোক ভগবান, আপনার কৃপায় আমার মহান অভিলাষসমূহ পূর্ণ হোক।

শ্লোক ১৫

ইত্যভিষ্টূয় বরদং শ্রীনিবাসং শ্রিয়া সহ ।
তন্নিঃসার্যোপহরণং দত্ত্বাচমনমর্চয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **অভিষ্টূয়**—প্রার্থনা নিবেদন করে; **বর-দম্**—বর প্রদানকারী; **শ্রীনিবাসম্**—লক্ষ্মীদেবীর নিবাস স্থান ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **শ্রিয়া সহ**—লক্ষ্মীদেবী সহ; **তৎ**—তারপর; **নিঃসার্য**—অপসারণ করে; **উপহরণম্**—পূজার উপকরণ; **দত্ত্বা**—নিবেদন করার পর; **আচমনম্**—আচমন; **অর্চয়েৎ**—পূজা করবেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে শ্রীনিবাস ও লক্ষ্মীদেবীকে প্রার্থনা নিবেদন করে, পূজার উপকরণ সরিয়ে আচমন দান করে, পুনরায় তাঁদের পূজা করবেন।

শ্লোক ১৬

ততঃ স্তুবীত স্তোত্রেণ ভক্তিপ্রহ্বেণ চেতসা ।
যজ্ঞোচ্ছিষ্টমবঘ্রায় পুনরভ্যর্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তারপর; **স্তুবীত**—স্তব করবে; **স্তোত্রেণ**—স্তোত্র সহকারে; **ভক্তি**—ভক্তি সহকারে; **প্রহ্বেণ**—বিনম্র; **চেতসা**—চিত্তে; **যজ্ঞ-উচ্ছিষ্টম্**—যজ্ঞাবশেষ; **অবঘ্রায়**—ঘ্রাণ গ্রহণ করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **অভ্যর্চয়েৎ**—পূজা করবেন; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে।

অনুবাদ

তারপর ভক্তিবিনম্র চিত্তে পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণের স্তব করবেন এবং যজ্ঞোচ্ছিষ্টের ঘ্রাণ গ্রহণ করে পুনরায় লক্ষ্মী সহ ভগবানের পূজা করবেন।

শ্লোক ১৭

পতিং চ পরয়া ভক্ত্যা মহাপুরুষচেতসা ।
প্রিয়ৈস্তৈস্তৈরুপনমেৎ প্রেমশীলঃ স্বয়ং পতিঃ ।
বিভৃয়াৎ সর্বকর্মাণি পত্ন্যা উচ্চাবচানি চ ॥ ১৭ ॥

পতিম্—পতি; **চ**—এবং; **পরয়া**—পরম; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **মহা-পুরুষ-চেতসা**—পরম পুরুষরূপে স্বীকার করে; **প্রিয়ৈঃ**—প্রিয়; **তৈঃ তৈঃ**—সেই সমস্ত নৈবেদ্যর দ্বারা; **উপনমেৎ**—উপাসনা করবে; **প্রেম-শীলঃ**—প্রেমপূর্বক; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **পতিঃ**—পতি; **বিভৃয়াৎ**—সম্পাদন করবেন; **সর্ব-কর্মাণি**—সমস্ত কার্যকলাপ; **পত্ন্যাঃ**—পত্নীর; **উচ্চ-অবচানি**—উচ্চ এবং নিচ; **চ**—ও।

অনুবাদ

ভগবানের প্রতিনিধিরূপে পতিকে প্রসাদ নিবেদনপূর্বক পত্নী তাঁকে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে পূজা করবেন। পতিও তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পারিবারিক কর্মে যুক্ত হবেন।

তাৎপর্য

উপরোক্ত বিধি অনুসারে পতি-পত্নীর পারিবারিক সম্পর্ক ভগবদ্ভক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

শ্লোক ১৮

কৃতমেকতরেণাপি দম্পত্যোরুভয়োরপি ।
পত্ন্যাং কুর্যাদনর্হায়াং পতিরেতৎ সমাহিতঃ ॥ ১৮ ॥

কৃতম্—সম্পাদন করে; **একতরেণ**—একজনের দ্বারা; **অপি**—ও; **দম্পত্যোঃ**—পতি-পত্নীর; **উভয়োঃ**—উভয়ের; **অপি**—সত্ত্বেও; **পত্ন্যাম্**—পত্নী যখন; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **অনর্হায়াম্**—অক্ষম; **পতিঃ**—পতি; **এতৎ**—এই; **সমাহিতঃ**—ঐকান্তিকভাবে।

অনুবাদ

পতি ও পত্নীর মধ্যে একজন এই ভক্তিপরায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করলেই যথেষ্ট। কারণ তাঁদের পরস্পরের প্রীতির সম্পর্কের ফলে, তাঁরা উভয়েই তার ফল ভোগ

করতে পারবেন। তাই পত্নী যদি এই ব্রত অনুষ্ঠানে অসমর্থা হন, তা হলে পতি নিষ্ঠা সহকারে এই ব্রত অনুষ্ঠান করতে পারেন, এবং পতিপরায়ণা পত্নী তা হলে তার ফলভাগী হবেন।

তাৎপর্য

পত্নী যখন পতিব্রতা হন এবং পতি ঐকান্তিক হন, তখন তাঁদের সম্পর্ক মধুর হয়। তখন পত্নী যদি দুর্বল হওয়ার ফলে পতির সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে অক্ষম হন, তা হলেও তিনি তাঁর পতির কার্যের অর্ধাংশ লাভ করতে পারবেন।

শ্লোক ১৯-২০

বিষ্ণোর্ব্রতমিদং বিভ্রন্ন বিহন্যাৎ কথঞ্চন ।
বিপ্রান্ স্ত্রিয়ো বীরবতীঃ স্রগ্‌গন্ধবলিমণ্ডনৈঃ ।
অর্চেদহরহর্ভক্ত্যা দেবং নিয়মমাস্থিতা ॥ ১৯ ॥
উদ্বাস্য দেবং স্বে ধাম্নি তন্নিবেদিতমগ্রতঃ ।
অদ্যাদাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ২০ ॥

বিষ্ণোঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **ব্রতম্**—ব্রত; **ইদম্**—এই; **বিভ্রৎ**—সম্পাদন করে; **ন**—না; **বিহন্যাৎ**—ভঙ্গ করবে; **কথঞ্চন**—কোন কারণে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণগণ; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **বীর-বতীঃ**—পতি-পুত্রবতী; **স্রক্**—মালা; **গন্ধ**—চন্দন; **বলি**—উপহার; **মণ্ডনৈঃ**—এবং অলঙ্কার সহকারে; **অর্চেৎ**—পূজা করবে; **অহঃ-অহঃ**—প্রতিদিন; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **দেবম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **নিয়মম্**—বিধিবিধান; **আস্থিতা**—পালন করে; **উদ্বাস্য**—স্থাপন করে; **দেবম্**—ভগবান; **স্বে**—তাঁর নিজের; **ধাম্নি**—ধামে; **তৎ**—তাঁকে; **নিবেদিতম্**—যা নিবেদন করা হয়েছে; **অগ্রতঃ**—প্রথমে অন্যদের বিতরণ করে; **অদ্যাৎ**—ভক্ষণ করবেন; **আত্ম-বিশুদ্ধি-অর্থম্**—আত্মশুদ্ধির জন্য; **সর্ব-কাম**—সমস্ত বাসনা; **সমৃদ্ধয়ে**—পূর্ণ করার জন্য।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ এই বিষ্ণুব্রত ধারণ করা উচিত, এবং কখনও অন্য কোন কার্যবশত এই ব্রত থেকে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। প্রসাদ, ফুলের মালা, চন্দন এবং অলঙ্কার আদির দ্বারা প্রতিদিন ব্রাহ্মণ এবং পতি-পুত্রবতী স্ত্রীদের পূজা করবেন। পত্নীর কর্তব্য অত্যন্ত ভক্তি সহকারে বিধিপূর্বক প্রত্যহ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর

পূজা করা। তারপর, বিষ্ণুকে স্বধামে স্থাপনপূর্বক তাঁকে নিবেদিত বস্তুর অগ্রভাগ অন্যদের মধ্যে বিতরণ করে স্বয়ং ভক্ষণ করবেন। তার ফলে পতি এবং পত্নী শুদ্ধ হবেন, এবং তাঁদের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হবে।

শ্লোক ২১

এতেন পূজাবিধিনা মাসান্ দ্বাদশ হায়নম্ ।
নীত্বাথোপরমেৎ সাধ্বী কার্তিকে চরমেঽহনি ॥ ২১ ॥

এতেন—এই; **পূজা-বিধিনা**—পূজাবিধি অনুসারে; **মাসান্ দ্বাদশ**—বারো মাস; **হায়নম্**—এক বৎসর; **নীত্বা**—অতিবাহিত করে; **অথ**—তারপর; **উপরমেৎ**—উপবাস করবে; **সাধ্বী**—পতিব্রতা স্ত্রী; **কার্তিকে**—কার্তিক মাসে; **চরমে অহনি**—চরম দিনে, পূর্ণিমা তিথিতে।

অনুবাদ

সাধ্বী স্ত্রী এইভাবে এক বছর এই পূজাবিধি অনুষ্ঠান করবেন। এক বছর অতিক্রম হওয়ার পর, তিনি কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করবেন।

শ্লোক ২২

শ্বোভূতেঽপ উপস্পৃশ্য কৃষ্ণমভ্যর্চ্য পূর্ববৎ ।
পয়ঃশৃতেন জুহুয়াচ্চরুণা সহ সর্পিষা ।
পাকযজ্ঞবিধানেন দ্বাদশৈবাহুতীঃ পতিঃ ॥ ২২ ॥

শ্বঃ-ভূতে—পরদিন প্রভাতে; **অপঃ**—জল; **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করে; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **অভ্যর্চ্য**—পূজা করে; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো; **পয়ঃ-শৃতেন**—জ্বাল দেওয়া দুধের সঙ্গে; **জুহুয়াৎ**—নিবেদন করবে; **চরুণা**—পায়স সহকারে; **সহ**—সঙ্গে; **সর্পিষা**—ঘি; **পাক-যজ্ঞ-বিধানেন**—গৃহ্যসূত্র বিধান অনুসারে; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আহুতীঃ**—আহুতি; **পতিঃ**—পতি।

অনুবাদ

পরের দিন সকালে স্নান এবং আচমন করে পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করার পর, গৃহ্যসূত্রে উক্ত পার্বণের পাকবিধান অনুসারে ঘৃতের সঙ্গে পক্ক পায়স দ্বারা পতি অগ্নিতে বারোটি আহুতি দেবেন।

শ্লোক ২৩

আশিষঃ শিরসাদায় দ্বিজৈঃ প্রীতৈঃ সমীরিতাঃ ।
প্রণম্য শিরসা ভক্ত্যা ভুঞ্জীত তদনুজ্ঞয়া ॥ ২৩ ॥

আশিষঃ—আশীর্বাদ; **শিরসা**—মস্তকের দ্বারা; **আদায়**—গ্রহণ করে; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **প্রীতৈঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **সমীরিতাঃ**—উচ্চারিত; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **শিরসা**—মস্তকের দ্বারা; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **ভুঞ্জীত**—ভোজন করবে; **তৎ-অনুজ্ঞয়া**—তাঁদের অনুমতি অনুসারে।

অনুবাদ

তারপর ব্রাহ্মণদের প্রসন্নতা বিধান করবেন। ব্রাহ্মণেরা যখন প্রীত হয়ে আশীর্বাদ প্রদান করবেন, তখন তা মস্তক দ্বারা গ্রহণপূর্বক ভক্তি সহকারে অবনত মস্তকে তাঁদের প্রণাম করে, তাঁদের অনুমতি অনুসারে স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করবেন।

শ্লোক ২৪

আচার্যমগ্রতঃ কৃত্বা বাগ্‌যতঃ সহ বন্ধুভিঃ ।
দদ্যাৎ পত্ন্যৈ চরোঃ শেষং সুপ্রজাস্ত্বং সুসৌভগম্ ॥ ২৪ ॥

আচার্যম্—আচার্যকে; **অগ্রতঃ**—প্রথমে; **কৃত্বা**—যথাযথভাবে সম্মান প্রদান করে; **বাক্-যতঃ**—বাক্‌সংযম; **সহ**—সঙ্গে; **বন্ধুভিঃ**—বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন; **দদ্যাৎ**—দান করবে; **পত্ন্যৈ**—পত্নীকে; **চরোঃ**—পায়েসের আহুতির; **শেষম্**—অবশিষ্ট; **সুপ্রজাস্ত্বম্**—সৎপুত্রপ্রদ; **সু-সৌভগম্**—সৌভাগ্যজনক।

অনুবাদ

ভোজন করার পূর্বে পতি প্রথমে আচার্যকে সুখাসনে উপবেশন করিয়ে, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব সহ বাকসংযত হয়ে শ্রীগুরুদেবকে প্রসাদ নিবেদন করবেন। তারপর ঘৃতপক্ক পায়েসের অবশেষ পত্নী ভোজন করবেন। এই যজ্ঞাবশেষ সৎপুত্র প্রদানকারী এবং সৌভাগ্যজনক।

শ্লোক ২৫

এতচ্চরিত্বা বিধিবদ্‌ব্রতং বিভো
রভীপ্সিতার্থং লভতে পুমানিহ ।
স্ত্রী চৈতদাস্থায় লভেত সৌভগং
শ্রিয়ং প্রজাং জীবপতিং যশো গৃহম্ ॥ ২৫ ॥

এতৎ—এই; **চরিত্বা**—অনুষ্ঠান করে; **বিধি-বৎ**—শাস্ত্রবিধি অনুসারে; **ব্রতম্**—ব্রত; **বিভোঃ**—ভগবান থেকে; **অভীপ্সিত**—বাঞ্ছিত; **অর্থম্**—অর্থ; **লভতে**—প্রাপ্ত হয়; **পুমান্**—মানুষ; **ইহ**—এই জীবনে; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **চ**—এবং; **এতৎ**—এই; **আস্থায়**—অনুষ্ঠান করে; **লভেত**—লাভ করতে পারে; **সৌভগম্**—সৌভাগ্য; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **প্রজাম্**—সন্তান; **জীব-পতিম্**—দীর্ঘজীবী পতি; **যশঃ**—যশ; **গৃহম্**—গৃহ।

অনুবাদ

এই ব্রত যদি শাস্ত্রবিধি অনুসারে পালন করা হয়, তা হলে মানুষ এই জীবনেই ভগবানের কাছ থেকে বাঞ্ছিত অর্থ লাভ করতে পারে। এই ব্রত পালনকারিণী স্ত্রী নিশ্চিতভাবে সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য, পুত্র, দীর্ঘজীবী পতি, যশ, গৃহ, ইত্যাদি লাভ করবে।

তাৎপর্য

বঙ্গদেশে আজও যদি কোন স্ত্রী দীর্ঘকাল তাঁর পতির সঙ্গে জীবিত থাকেন, তা হলে তাঁকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী বলে মনে করা হয়। স্ত্রী সাধারণত সৎ পতি, সুসন্তান, সুখী গৃহ, উন্নতি, ঐশ্বর্য ইত্যাদি কামনা করেন। এই শ্লোক অনুসারে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই ভগবানের কাছ থেকে তাঁদের মনোবাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত হতে পারেন। এইভাবে এই ব্রত অনুষ্ঠান করার ফলে, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হয়ে সুখে এই জড় জগতে বাস করতে পারবেন, এবং তারপর তাঁরা তাঁদের কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে চিৎ-জগতে উন্নীত হবেন।

শ্লোক ২৬-২৮

কন্যা চ বিন্দেত সমগ্রলক্ষণং
পতিং ত্ববীরা হতকিল্বিষাং গতিম্ ।
মৃতপ্রজা জীবসুতা ধনেশ্বরী
সুদুর্ভগা সুভগা রূপমগ্র্যম্ ॥ ২৬ ॥

বিন্দেদ্ বিরূপা বিরুজা বিমুচ্যতে
য আময়াবীন্দ্রিয়কল্যদেহম্ ।
এতৎ পঠন্নভ্যুদয়ে চ কর্ম
ণ্যনন্ততৃপ্তিঃ পিতৃদেবতানাম্ ॥ ২৭ ॥
তুষ্টাঃ প্রযচ্ছন্তি সমস্তকামান্
হোমাবসানে হুতভুক্ শ্রীহরিশ্চ ।
রাজন্ মহন্মরুতাং জন্ম পুণ্যং
দিতের্ব্রতং চাভিহিতং মহত্তে ॥ ২৮ ॥

কন্যা—অবিবাহিতা বালিকা; **চ**—এবং; **বিন্দেত**—প্রাপ্ত হতে পারে; **সমগ্র-লক্ষণম্**—সমস্ত সদ্‌গুণ-সম্পন্ন; **পতিম্**—পতি; **তু**—এবং; **অবীরা**—পতি-পুত্রহীনা রমণী; **হত-কিল্বিষাম্**—দোষরহিত; **গতিম্**—গতি; **মৃত-প্রজা**—মৃতবৎসা রমণী; **জীব-সুতা**—দীর্ঘজীবী পুত্রবতী রমণী; **ধন-ঈশ্বরী**—ধন সমন্বিতা; **সুদুর্ভগা**—দুর্ভাগা; **সুভগা**—সৌভাগ্যশালিনী; **রূপম্**—সৌন্দর্য; **অগ্র্যম্**—অপূর্ব; **বিন্দেৎ**—প্রাপ্ত হতে পারে; **বিরূপা**—কুৎসিত রমণী; **বিরুজা**—রোগ থেকে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত; **যঃ**—যে; **আময়াবী**—রোগগ্রস্ত ব্যক্তি; **ইন্দ্রিয়-কল্য-দেহম্**—সক্ষম দেহ; **এতৎ**—এই; **পঠন্**—পাঠ করেন; **অভ্যুদয়ে চ কর্মণি**—যে যজ্ঞে পিতৃ এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়; **অনন্ত**—অসীম; **তৃপ্তিঃ**—তৃপ্তি; **পিতৃ-দেবতানাম্**—পিতা এবং দেবতাদের; **তুষ্টাঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রযচ্ছন্তি**—তাঁরা প্রদান করেন; **সমস্ত**—সমস্ত; **কামান্**—বাসনা; **হোম-অবসানে**—অনুষ্ঠান পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার পর; **হুত-ভুক্**—যজ্ঞের ভোক্তা; **শ্রীহরিঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **চ**—ও; **রাজন্**—হে রাজন্; **মহৎ**—মহান; **মরুতাম্**—মরুৎগণের; **জন্ম**—জন্ম; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **দিতেঃ**—দিতির; **ব্রতম্**—ব্রত; **চ**—ও; **অভিহিতম্**—বর্ণিত; **মহৎ**—মহান; **তে**—আপনার কাছে।

অনুবাদ

অবিবাহিতা কন্যা যদি এই ব্রত পালন করে, তা হলে সে সমস্ত সদ্‌গুণযুক্ত পতি লাভ করতে পারে। অবীরা রমণী অর্থাৎ পতি-পুত্রহীনা রমণী যদি এই ব্রত পালন করেন, তা হলে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে পারেন। মৃতবৎসা রমণী আয়ুষ্মান পুত্র লাভ করতে পারেন এবং বহু ধন ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। দুর্ভাগা রমণী সৌভাগ্যবতী হতে পারেন, এবং কুরূপা রমণী অত্যন্ত সুন্দরী হতে

পারেন। এই ব্রত পালনের ফলে রোগী রোগমুক্ত হয়ে কর্মক্ষম দেহ লাভ করতে পারে। কেউ যদি পিতৃ এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার সময়, বিশেষ করে শ্রাদ্ধের সময় এই আখ্যায়িকা পাঠ করেন, তা হলে দেবতা এবং পিতৃগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দিতি কিভাবে এই ব্রত অনুষ্ঠানপূর্বক পুণ্যবান পুত্র মরুৎদের লাভ করেছিলেন এবং সুখী হয়েছিলেন, তা আমি পূর্ণরূপে আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। যতখানি বিস্তারিতভাবে সম্ভব আমি তা আপনার কাছে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'পুংসবন-ব্রত অনুষ্ঠান বিধি' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষষ্ঠ স্কন্ধ সমাপ্ত